যুগান্তর

11 JUL 2012

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা চান ডিসিরা

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগামহীন অনিয়ম দুর্নীতিতে দারুণ ক্ষুব্ধ জেলা
প্রশাসকরা (ডিসি)। তার চেয়েও তারা বেশি ক্ষুব্ধ ওইসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দেয়া
অ্যাকশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ায়। এ জন্য এবার জেলা প্রশাসকরা নিজেরাই
চাচ্ছেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা। ডিসি সম্মেলনের প্রথমদিনে বিকালের
অধিবেশনে এমনই কথা বলেন তারা।
সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ওই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী
নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও রাজনৈতিকবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড.
আলাউদ্দিন আহমেদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফছারুল আমিন, প্রতিমন্ত্রী
মোতাহার হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়,
রুদ্ধদ্বার ওই অধিবেশনে মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ,
বাগেরহাট, বরিশাল, খাগড়াছড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা,
জয়পুরহাট, খুলনাসহ আরও কয়েকটি জেলার ডিসিরা বক্তৃতা করেন। তবে তাদের
আগে মন্ত্রী ও উপদেষ্টারা সরকারের নীতি-নির্ধারণীর ব্যাপারে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য
রাখেন।

ডিসিদের দৃষ্টি আকর্ষণ : ডিসিরা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা ডিসিরা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

ডিসিরা : ক্ষমতা চান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি (এসএমসি) ও শিক্ষকদের অনিয়ম-দুর্নীতি, এখতিয়ার না থাকায়
তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারা, অধিদফতরে সুপারিশ করেও প্রতিকার না পাওয়া, এসএমসির
সভাপতির পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ, তাতে সরকারি কর্মকর্তাদের আত্মীয়ের ব্যবস্থা
করা, পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপনে নীতিমালা না থাকা ও যেখানে সেখানে কেন্দ্র করা, ফলে
নকল প্রবণতা তৈরি, হাওর-বাঁওড়সহ দুর্গম অঞ্চলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বন্ধ না হওয়া, ওইসব
অঞ্চলের জন্য উপযোগিতা অনুযায়ী ছুটির ব্যবস্থা করা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানহীন শিক্ষক
নিয়োগ বন্ধে ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ডিসিদের নেতৃত্বে আলাদা বোর্ড বা কেন্দ্রীয়ভাবে
সার্ভিস কমিশন গঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইন্টারনেট মডেম ও
কম্পিউটার সামগ্রী প্রদান, প্রতি জেলায় অন্তত ১০টি প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান, আসন
সংকট নিরসনে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বাড়তি শাখা খোলা, মানসম্মত শিক্ষার
প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অন্তত ২টি করে প্রতিষ্ঠান বিশেষ কমিটি দ্বারা পরিচালনা,
উপবৃত্তি না পাওয়া শিক্ষার্থীদের বেতন মওকুফের ব্যবস্থা, বিভিন্ন জেলায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়
স্থাপন, ফাজিল-কামিল মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি বন্ধে কেবল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রতিনিধির ওপর নির্ভরতা বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সূত্র জানায়, এতে
একজন ডিসি মন্ত্রীকে অবহিত করেন যে, আসামে বিদ্যালয়ে ২ জন করে শিক্ষক দেয়ার বিধান
রয়েছে। তার এলাকায় সেই বিধান চলছে। দেশের অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতো ৪-৫ জন করে শিক্ষক
নিয়োগের সুপারিশ করেন তিনি। আরেকজন ডিসি খাগড়াছড়িতে নির্মিত ছাত্রী হোস্টেলের জনবল
না থাকা ও শূন্যপদ পূরণের পরামর্শ দেন। এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষক
নিয়োগ হওয়ায় যোগ্যতার অভাবে শিক্ষার মানের অবনতি এবং ওইসব শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
প্রদানের সুপারিশ করেন একজন। মেধাবৃত্তি এবং উপবৃত্তি বণ্টনে বৈষম্যেরও অভিযোগ করেন
একজন ডিসি। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, নেত্রকোনা জেলায় ৪৫ ভাগ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পেলেও
ময়মনসিংহে তা ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়। এর বাইরে শিক্ষকদের কোচিং ব্যবসা আর ভর্তিতে
বাড়তি অর্থগ্রহণের প্রসঙ্গও চলে আসে। বিনামূল্যে দেয়া বইয়ের জন্য গুদাম সংকট, বেঁচে যাওয়া
বই বিক্রির ক্ষমতা ও লব্ধ অর্থ জেলার উন্নয়নে ব্যয়ের ক্ষমতাও চেয়েছেন ডিসিরা।
অধিবেশন শেষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের জানান, শিক্ষায় একটি সার্বিক
লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বর্তমান সরকার। তা এগিয়ে নিতে ডিসিদের দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
এছাড়া শিক্ষক সংকট, শিক্ষকের দক্ষতার প্রশ্ন, এসএমসির ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাকে আরও উন্নত
করা, প্রতিষ্ঠানের দুর্বল অবকাঠামোসহ বহু বিষয়ে তারা পরামর্শ দিয়েছেন। সারাবছরই কোন না
কোন পাবলিক পরীক্ষা হয়। সে জন্য তারা স্বতন্ত্র হল নির্মাণের পরামর্শ দেন। এসএমসির সভাপতি
পদে তাদের অংশগ্রহণ বা শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে তারা যে পরামর্শ দিয়েছেন তা বিবেচনা
করা হবে। তবে আপাতত বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ীই চলবে। তিনি বলেন, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ
আর ভর্তির বাড়তি অর্থগ্রহণের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সহায়তা
না পাওয়া একটা সমস্যা।

নেতাদের অযাচিত হস্তক্ষেপে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে : স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং সরকার
সমর্থিত নেতাকর্মীদের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে পুলিশ প্রশাসনকে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের
পালনের যে মূলমন্ত্র রয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না জেলা প্রশাসকরা। এমনকি তারা
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেও বেগ পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য যে কোন
কার্যক্রমের দরপত্র সরকারের নিয়মনীতি মেনে বাস্তবায়ন করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে মাঠ
প্রশাসনকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জেলা প্রশাসকদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে এসব
অভিযোগ তুলে ধরা হয়। বৈঠকে উপস্থিত দক্ষিণাঞ্চলে কর্মরত একজন জেলা প্রশাসকের কাছ
থেকে এ তথ্য জানা গেছে।